বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১, ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯;
ই-মেইলঃ dgmpid@krishibank.org.bd
ক্রেডিট বিভাগ

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-৩)প্রক্রেবি-৩(৪০)/২০২১-২০২২/ ৯১১৬(১২৫০) তারিখঃ ২৩.১২.২০২১

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ঋণ/বিনিয়োগ বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং প্রভিশন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ১৪.১২.২০২১ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫০ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উল্লেখিত পত্রে বিগত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ উক্ত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং-০৫ এর মাধ্যমে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ
''সূত্রোল্লিখিত সার্কুলারের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।"

০৩। এক্ষণে, ভবিষ্যতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা এবং Shock Absorbing Capacity বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৯/২০২১ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর ২০২১ সালে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে ঃ

ক) সূত্রোল্লিখিত সার্কুলারের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত যে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে জানুয়ারি/২১ হতে ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত প্রদেয় অর্থের ন্যূনতম ২৫(পঁচিশ) শতাংশ ডিসেম্বর/২০২১ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে আদায় হবে সে সকল ঋণ/বিনিয়োগসমূহ ডিসেম্বর/২০২১ মাস ভিত্তিক অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ভবিষ্যত আদায় ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ২০২১ সালের আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে। তবে কোন ঋণ/বিনিয়োগগ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় কিস্তিসমূহের ২৫(পঁচিশ) শতাংশ ডিসেম্বর/২০২১ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এ সুবিধা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং ডিসেম্বর/২০২১ মাস ভিত্তিকই ঋণ/বিনিয়োগ যথানিয়মে শ্রেণিকরণ করতে হবে।

খ) ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভিত্তিক হিসাব চূড়ান্ত করার সময়ে বিআরপিডি সার্কুলার-১৯/২০২১ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় রক্ষিতব্য জেনারেল প্রভিশনের অতিরিক্ত আরো ২% জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত প্রভিশনকে ইতঃপূর্বে সৃষ্ট "Special General Provision-COVID-19 " হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত "Special General Provision- COVID-19 " হিসাবে রক্ষিত প্রভিশন অন্য কোন খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

গ) যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ নগদ আদায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় হয়েছে সে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫৬/২০২০ এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনার আওতায় ইতঃপূর্বে সংরক্ষিত অতিরিক্ত ১% প্রভিশন আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে।

০৪। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৯/২০২১ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (ঋণ গ্রহিতার নাম, ঋণ স্থিতি, আরোপিত সুদ/মুনাফা, আয়খাত ও ইন্টারেস্ট সাসপেন্স হিসাবে স্থানান্তরিত সুদ/মুনাফা, অতিরিক্ত প্রভিশনের পরিমাণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট শাখায় এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এ সংরক্ষণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

০৫। শ্রেণিকৃত ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০১৫ এর আওতায় পুনর্গঠিত ঋণ/বিনিয়োগ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিলকরণ/এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগসহ যে সকল ক্ষেত্রে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-নিষেধ রয়েছে, সে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফা নগদ আদায় ব্যতিরেকে কোনভাবেই আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

০৬। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৭। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ১৪.১২.২০২১ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫০ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রণ করা হলো। এমতাবস্থায়, সার্কুলারের নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৩)প্রক্রেবি/৩(৪০)/২০২১-২০২২/ ১১৯৮(১২৫০) তারিখঃ ২৩.১২.২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। নথি/মহানথি।

২৩/১২/২০২১

(মোঃ এনামুল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫০

১৪ ডিসেম্বর ২০২১
তারিখঃ -------------------
২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং প্রভিশন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

বিগত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৯ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং-০৫ এর মাধ্যমে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

''সূত্রোল্লিখিত সার্কুলারের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। ''

৩। এক্ষণে, ভবিষ্যতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখা এবং Shock Absorbing Capacity বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৯/২০২১ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর ২০২১ সালে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরকরণ এবং ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

ক) সূত্রোল্লিখিত সার্কুলারের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত যে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে জানুয়ারি/২১ হতে ডিসেম্বর/২১ পর্যন্ত প্রদেয় অর্থের ন্যূনতম ২৫(পঁচিশ) শতাংশ ডিসেম্বর/২০২১ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে আদায় হবে সে সকল ঋণ/বিনিয়োগসমূহ ডিসেম্বর/২০২১ মাস ভিত্তিক অশ্রেণিকৃত হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ভবিষ্যত আদায় ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ২০২১ সালের আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে। তবে কোন ঋণ/বিনিয়োগগ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় কিস্তিসমূহের ২৫(পঁচিশ) শতাংশ ডিসেম্বর/২০২১ মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এ সুবিধা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং ডিসেম্বর/২০২১ মাস ভিত্তিকই ঋণ/বিনিয়োগ যথানিয়মে শ্রেণিকরণ করতে হবে।

খ) ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ভিত্তিক হিসাব চূড়ান্ত করার সময়ে বিআরপিডি সার্কুলার-১৯/২০২১ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় রক্ষিতব্য জেনারেল প্রভিশনের অতিরিক্ত আরো ২% জেনারেল প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত প্রভিশনকে ইতঃপূর্বে সৃষ্ট ''Special General Provision-COVID-19'' হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত ''Special General Provision-COVID-19'' হিসাবে রক্ষিত প্রভিশন অন্য কোন খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

গ) যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ নগদ আদায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় হয়েছে সে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫৬/২০২০ এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনার আওতায় ইতঃপূর্বে সংরক্ষিত অতিরিক্ত ১% প্রভিশন আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে।

৪। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৯/২০২১ এর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (ঋণ গ্রহিতার নাম, ঋণ স্থিতি, আরোপিত সুদ/মুনাফা, আয়খাত ও ইন্টারেস্ট সাসপেন্স হিসাবে স্থানান্তরিত সুদ/মুনাফা, অতিরিক্ত প্রভিশনের পরিমাণ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট শাখায় এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এ সংরক্ষণ করতে হবে।

৫। শ্রেণিকৃত ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০১৫ এর আওতায় পুনর্গঠিত ঋণ/বিনিয়োগ, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিলকরণ/এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগসহ যে সকল ক্ষেত্রে আরোপিত সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-নিষেধ রয়েছে, সে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফা নগদ আদায় ব্যতিরেকে কোনভাবেই আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

৬। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

Begum

(মাকসুদা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২